গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা।

[মূসক অনুবিভাগ]

আদেশ

সাধারণ আদেশ নং- ১৩/মূসক/২০১৪ তারিখ: ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ/২৫ নভেম্বর, ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: ঔষধ উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত ঔষধের মূল্য নিরূপণ, মূল্য ঘোষণা প্রদান, সহগ নির্ধারণ, প্রদেয় মূসক নির্ধারণ ও বিপণন কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি।

সরকারের ঔষধ উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী উৎপাদিত ঔষধের ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর সর্বোচ্চ খুচরামূল্য নির্ধারণ করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং- ৮(১৫) মূসক নীতি ও বাজেট/৯৫, তারিখ: ০৪.০৬.২০০১ দ্বারা ঔষধের মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিলো। এতে উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ বিবেচনায় পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে প্রদর্শিত সমুদয় মূল্য সংযোজনকে বিবেচনায় না নিয়ে শুধুমাত্র ব্যবসায়ী পর্যায়ে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য সংযোজনকে বিবেচনায় নিয়ে মূল্যভিত্তি নির্ধারণ করা হতো। এক্ষেত্রে, বোর্ড নির্ধারিত ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূল্য সংযোজনের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন প্রদর্শিত হলেও তা মূসক গণনার বাইরে থেকে যেতো। তাই, ব্যবসায়ী পর্যায়ে প্রকৃত মূল্য সংযোজন বিবেচনায় নিয়ে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫ মোতাবেক মূল্য নির্ধারণ করা আবশ্যক। এছাড়াও ঔষধের উপকরণের Process Loss ও Potency Compensation এর মাত্রা বিষয়ে এবং উৎপাদিত পণ্যের বিপণন ও সরবরাহ প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানের করণীয় বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক। সামগ্রিক বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনান্তে ঔষধ শিল্পখাতের জন্য নিম্নরূপ নীতিমালা ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা হলো:

(ক) ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরে ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঘোষিত ট্রেড প্রাইসের (Trade Price) মধ্যে উৎপাদন পর্যায়ে ব্যবহৃত সকল উপকরণের মূল্য এবং উৎপাদন পর্যায়ে সমুদয় মূল্য সংযোজন অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ মূল্যের সাথে উৎপাদক কর্তৃক ব্যবসায়ী পর্যায়ে (পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে) প্রদত্ত কমিশন এবং অন্যান্য মূল্য সংযোজন (যদি থাকে) যোগ করে নির্দেশক মূল্য (Indicative Price) নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫ এর (২) মোতাবেক মূসক আরোপের ভিত্তি বা মূসক আরোপযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান ঘোষিত ট্রেড প্রাইসের সাথে ব্যবসায়ী পর্যায়ে প্রদেয় বা প্রদত্ত প্রকৃত কমিশনসহ সমুদয় মূল্য সংযোজন যোগ করতে হবে, যা Indicative

Price (নির্দেশক মূল্য) হিসেবে গণ্য হবে। এ মূল্যের উপর ১৫% হারে মূসক যোগ করে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক সর্বোচ্চ খুচরামূল্য নির্ধারণ করতে হবে, যা ঔষধের গায়ে মুদ্রিত থাকবে।

(খ) আমদানিকৃত ঔষধের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী পর্যায়ে (পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে) প্রযোজ্য প্রকৃত মূল্য সংযোজনের উপর ১৫% হারে মূসক নিরূপণপূর্বক ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর সুপারিশপত্র প্রদান করবে। সমুদয় আমদানিমূল্য ও ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূল্য সংযোজনসহ মূসকের সমষ্টিই সর্বোচ্চ খুচরামূল্য, যা ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর নিরূপণ করবে।

(গ) যে সকল ঔষধ উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রাপ্ত কিন্তু ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক আরোপিত আছে, সে সকল ঔষধের ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর ব্যবসায়ী পর্যায়ে (পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে) প্রকৃত মূল্য সংযোজনের উপর ১৫% হারে মূসক নিরূপণ করে মূল্য সংক্রান্ত সুপারিশপত্র প্রণয়ন করবে। এক্ষেত্রে, উৎপাদন পর্যায়ের উপকরণসহ সমুদয় মূল্য সংযোজন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূল্য সংযোজন বিবেচনায় নিয়ে ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূসকসহ সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

(ঘ) এছাড়াও, সরকার কর্তৃক কতিপয় ঔষধের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে আইনের ধারা ৫ এর (২গ) অনুযায়ী ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য হতে পশ্চাদ গণনার মাধ্যমে মূসক আরোপযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করে মূল্য সুপারিশপত্র প্রণয়ন করবে। নির্ধারিত এ মূসক আরোপযোগ্য মূল্যের উপর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১৫% হারে মূসক আদায়যোগ্য হবে।

(ঙ) উপরোল্লিখিত (ক) থেকে (ঘ) অনুচ্ছেদে বিধৃত বিধানাবলীর সকল ক্ষেত্রেই ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরের সুপারিশপত্রসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদি বিভাগীয় কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। বিভাগীয় কর্মকর্তা মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৩ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(চ) ঔষধের উপকরণ বা কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) ও মূসক বিধিমালার বিধি ৩ অনুসরণ করতে হবে এবং তদানুযায়ী মূসক নির্ণয় ও পরিশোধযোগ্য হবে।

(ছ) কোন ঔষধ উৎপাদক ও আমদানিকারক ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরের সুপারিশপত্র মোতাবেক অনুমোদিত মূল্যে ১৫% হারে মূসক প্রদানপূর্বক মূসক-১১ চালান মারফত টেন্ডারের বিপরীতে ঔষধ সরবরাহ করলে তা যোগানদার হিসাবে বিবেচিত হবে না। তবে, উৎপাদক বা আমদানিকারক ব্যতীত অন্যকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান টেন্ডারের বিপরীতে ঔষধ সরবরাহ করলে যোগানদার হিসাবে গণ্য হবে এবং সেক্ষেত্রে ৪% হারে উৎসে মূসক কর্তনযোগ্য হবে।

(জ) ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে মূসক-১১ চালানপত্রের মাধ্যমে উৎপাদনস্থল বা ফ্যাক্টরী হতে পণ্য সরবরাহের পর তৎপরবর্তী পর্যায়ে (যথা- ডিপো, বিক্রয় কেন্দ্র, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা) ঔষধের উপর

কর সৃষ্টি হবে না বিধায় মূসক সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ বা মূসক পরিশোধের বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

(ঝ) ঔষধের Potency of raw materials এবং Process loss নির্ধারণের বিষয়টি ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরের এখতিয়ারভুক্ত বিধায় ঔষধের প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ায় উপকরণের Process loss ও Potency Compensation এর একত্রে গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ সীমা হবে ইনজেকশন (এ্যাম্পুল)/লিকুইড ভায়াল ও ইনজেকশন (ভায়াল)/লার্জ ভলিউম এর ক্ষেত্রে ৫% এবং ট্যাবলেট ও ক্যাপসুলসহ অন্যান্য সব ধরণের ঔষধের ক্ষেত্রে ৪%। ঔষধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসনের সুপারিশের অতিরিক্ত Process loss I Potency Compensation মূল্য অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য হবে না।

০২। এ আদেশের আওতায় ঔষধের সর্বোচ্চ খুচরামূল্য নির্ধারণের বিধৃত পদ্ধতি ১ জানুয়ারি, ২০১৫ থেকে কার্যকর হবে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং- ৮(৫) মূসক (নীঃ ও বাঃ)/৯৫, তারিখঃ ০৪/০৬/২০০১ এর কার্যকারীতা উক্ত তারিখ হতে এতদ্দ্বারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৩। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৩৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ আদেশ জারি করা হলো।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,
মোহাম্মদ ফাইজুর রহমান
প্রথম সচিব (মূসক নীতি)